

বাংলাদেশ কখনো শিল্পোন্নত হবে না

দিগন্ত বড়ুয়া

শিল্পোন্নত বাংলাদেশ বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন সম্বলিত লেখা গুলো বেশ ভালো মানের নিঃসন্দেহে বলা যায়। এত তথ্য ও জ্ঞানগর্ভ লেখা ভিন্নমতে আগে বোধহয় দেখিনি কখনো। লেখাগুলো মাত্র চার পাঁচ জন মানুষের মাঝেই উত্তর প্রতি উত্তরে সিঁমাবদ্ধ। আশা করেছিলাম আরো কিছু প্রবন্ধকার এই বিষয়ে লিখবেন। ভেবেছিলাম শুধুমাত্র বাংলাদেশ নিয়েই গবেষণাটা সিঁমাবদ্ধ থাকবে। তবে যাই হোক এখন সেই বিষয়টি আর ঠিক সেই বৃত্তে নাই, প্রসঙ্গ বিভিন্ন দিকে মোড় নিয়ে এক নাতিশিতোষণ খিচুড়িতে পরিনত হওয়ায় মূল সাধ থেকে বঞ্চিত হলাম বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব কি সম্ভব না তার মূল বিষয়ে যাবার আগে কিছু কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যায়, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন হলেও মূল সমস্যার প্রধান উপাদান তা কেউ আলোচনায় আনেননি। যারাযারা এই বিষয়ে লিখেছেন তাদের সব প্রবন্ধ গুলো মোটামুটি ভাবে পড়েছি। তার পর আমার কিছু প্রশ্ন এসেছে মনে মনে। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়েই লিখতে চেষ্টা করছি। তাই আমার এই লেখায় কোন জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা থাকবেনা। আমার একটা বিষয় মনে হয়, কোন বিষয় জটিল করে সমাধান দেবার চেয়ে সহজ বোধ্য ভাবে সুন্দর সমাধান দিতে পারলে সাধারণ মানুষের কাছে আসা যায় সহজে। কারন সাধারণ মানুষ জটিলতা বোদ্ধা থাকেনা তেমন। তবুও আমি যে ভাবে ভেবেছি তার প্রতিফলন মাত্র লিখবো।

মনের দুগুণে মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবদেরকে একটি কথা বলি, তা হলো “পৃথিবী উন্নত হতে হতে একদিন ধ্বংসের দোড়গোড়া পর্যন্ত যাবে, তবুও বাংলাদেশ কোন দিন উন্নত হবে না”। না। কথাটা আমার জন্মভূমি বাংলাদেশকে ছোট করার জন্য বলা নয়। বলি একটি মাত্র কারনে, দুগুণে, অনেক গরীব দেশ চোখের সামনে ধনী হয়ে যাচ্ছে, গেলো, কিন্তু আমাদের সব কিছু থাকার পরেও আমরা পারলাম না, বরং আরো হাজার মাইল পেছনে চলে যাচ্ছি দিনে দিনে।

ভালো মন্দ কোনকিছু সৃষ্টি করতে উপযুক্ত পরিবেশ লাগে। পরিবেশ ছাড়া কোন কিছু সম্ভব নয়। বাংলাদেশ শিল্পোন্নত বা উন্নত হবার আজগুবি সেই পরিবেশ বলতে আছে মাত্র বই পুস্তকে। কাজে যেমন নাই আচরন চলনে বলনে কোথাও নাই। কে কোন দিকে কি করেফেললো তা দেখার চেয়ে আমি কি করছি বা বাংলাদেশ কি করছে সেটা হলো আসল কথা। আমরা সেই চিন্তা করি না। আমরা করি অন্যে কি করলো, অন্যকে কি করে ঠকানো যায়, কি করে একটা খোঁচা মারা যায় সেটা। তাই উন্নতি আমাদের জন্য আসেনাই। আমাদের জন্য এসেছে গালগল্প করা। অন্যের উন্নতি দেখে ডেকুর তোলা। “সাহেবের বাড়ীতে মেজবান হচ্ছে আর আমরা ল্যাংরা কানরা দাপাদাপি করি” এই হলো আমাদের জাতিগত চরিত্র।

খুব বেশী স্বাভাবিক নিয়মে একটি কথা বলছি, মুসলিম প্রধান দেশ কখনো উন্নত হয় না। কারন মুক্ত বিচরন করা যায় না মুসলিম দেশে। তাই বাংলাদেশ ও কোনদিন উন্নত হবে না। হয়তো বলবেন দুই চারটা রাস্তা বানিয়ে কয়েকটা দালান বানিয়ে ওই দিকে দেখিয়ে দিয়ে বলবেন আমরা কি উন্নত নই? যাক, কাজের কথাই বলি, কেন সম্ভব নয় মুসলিম দেশে? মুসলিমরা সহনশীল নয় মোটেও। সহনশীলতা, পরিবেশ সৃষ্টি, আধুনিকায়ন মুসলিমদের জন্য আসেনি। মুসলিমদের পঁজি বলুন আর মূলধন বলুন ওই একটাই। ধর্ম বা কোরান। ওই খানেই সব মুসলিম জিম্মি, বাঁধা। সমাজ নীতি পঁজি নীতি রাষ্ট্র নীতি, বানিজ্য নীতি যেখানেই যাবেন না কেন সাম্প্রতিক সহনশীলতা চাই। তারপর পরবর্তি ধাপের শুরু হয়। যেগুলোর একটিও মুসলিম প্রধান দেশে থাকেনা।

একটি কথা মাঝখানে বলে নেয়া ভালো হবে, আমি মুসলিম সমাজের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে বলছি না কিছু। পরিপূর্ণ ভাবে স্বজ্ঞানে বিষয়টি নিয়ে ভেবে তারপর লেখা শুরু করেছি। আর আমি বাংলাদেশের ছাউনিতে দাড়িয়ে পুরা বিষয়টি আলোচনা করতেছি। মাঝে মাঝে অন্য দেশ বা প্রসঙ্গ আসবে হয়তো, তা হবে মাত্র আলোচনার জন্য।

ধর্মসর্বস্ব মুসলিম জীবন যাপনে শিল্প বা উন্নতি মাথায় কি করে আসবে? তাদের চিন্তা থাকে কি করে স্বর্গে গিয়ে পরি নিয়ে মস্তি করবে সেটা নিয়ে। তবে উন্নতি সম্ভব, যে দিন মুসলিমরা ধর্মকে রাষ্ট্রিয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জীবন থেকে বিদায় দিতে পারবে সেদিন। মুসলিমরা যেদিন ধর্মকে শুধু মাত্র ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহার করা শিখবে সেই দিন সম্ভব সবকিছু। সেই দিন সম্ভব যেদিন রাস্তায় বের হলে একজন মুসলিম ভাবতে শিখবে সে একজন মুসলিম না হয়ে একজন সাধারণ মানুষ। জাতি গঠনে চাই

শিক্ষা। সঠিক শিক্ষা দিতে পারলে সঠিক জাতি সৃষ্টি হবে। কোন ভুল নাই। সহনশীলতা কেউ জোর করে সৃষ্টি করতে পারে না। এটা সৃষ্টি হয় সাধারণ ভাবে পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সেই পরিবেশ আমাদের নাই। কোনদি সৃষ্টি হবার সমূহ সম্ভাবনাও নাই।

গত শতকের পঞ্চাশ সালের দিকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ছিল ৩৬%। আজকে যাহা ৯.৫% এ এসে ঠেকেছে। কেউ চায় না নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করতে। বাধ্য হয়েই পালায়। কেন? তার বেঁচে থাকার পরিবেশের অভাব। একজন মুসলিম ও যদি দেশ ত্যাগ করে, সে কেন করে? নিশ্চয় উন্নত জীবন যাপন তথা সুযোগ সুবিধার জন্য করে। যোগ্য জনসম্পদ হারানো মানে যোগ্য বিকলাঙ্গে পরিনত হওয়া। একজন সংখ্যালঘু বা একজন সংখ্যাগুরু দেশ ছাড়া মানে স্থির কিছু সম্পদের হাত বদল হওয়া। সে যাবার সময় চলতি অর্থটা তার সাথে চলে যায়। পরে থাকে অর্থহীন মাঠি ও পাশাপাশি চলে যায় একটি মানব সম্পদও। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি দেশ। বৃদ্ধিপায় সমস্যা। কাজের কাজ কিছু হয় না দিনের শেষ ভাগে। যোগ্য মানুষের যোগ্য ব্যবহার সৃষ্টির জন্য চাই যোগ্য সহনশীলতা, আইন, নিয়ম নীতি। সামাজিক সমস্যায় কখনো কোন দেশের উন্নতি হয়না। বিজ্ঞান প্রযুক্তি কেটে গেলে দিলেও ও ফলাফল শূন্য হতে বাধ্য। যে জাতি যত বেশী সহনশীল, পরিশ্রমী ও সৎ সে জাতি তত বেশী উন্নত। বাংলাদেশে যেহারে ইসলাম ধর্মীয় উদ্বাদনা বিরাজ করছে তাতে স্বাভাবিক ভাবে কোন শিল্প আসতে চাইবে না। বা চায় না। কেউ সমস্যায় জড়াতে রাজী না। না পারতে আসে, কম পারিশ্রমিকের কারণে। একটি দেশে ধর্মীয় উদ্বাদনার কারণ কি? কি প্রয়োজন? মুসলিমদেরকে কেউ কি হিন্দু বলে? নাকি বৌদ্ধ বলে? কিন্তু এই গৌড়ামী ছাড়া কে? চাই উপযুক্ত সরকার। দক্ষ মানুষ সৃষ্টি করতে পারলে দক্ষ দেশ গঠন হবে।

মালয়েশিয়াকে নিয়ে অনেক স্বপ্নের জাল বুনতে দেখেছি অনেক লেখককে ভিন্নমতে। কর্মসূত্রে আমি পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মরত ছিলাম বেশ কিছু বছর। আমি যাহা চোখে দেখেছি তা সামান্য বলছি। শিল্পোন্নত মালয়েশিয়ায় আসল পুঁজিপতি হলো চায়নিজ বৌদ্ধরা। মূল মালয়েশিয়ান নাগরিকরা দাডোয়ান সমতুল্য। যতটুকু মনে পরে মালয়েশিয়ার মোট জনগনের ৪৬% মুসলিম ৩৬% বৌদ্ধ এবং বাকীরা অন্যান্য ধর্মামলম্বী। গর্ভকরে লুটোপুটি খাবার কিছু নেই, বরং এ দেশে গিয়ে বিশেষ করে বানিজ্যিক ও আর্তসামাজিক পরিমন্ডলের সাথে কিছুদিন থেকে আসুন টের পাবেন কোথায় কি হচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নতির জন্য আগে চাই সহনশীলতা। স্থিতিশীল পরিস্থিতি। সঠিক শিক্ষা। দক্ষ ও শিক্ষিত রাষ্ট্র পরিচালক। নীতিবান চরিত্র গঠন। পরিশ্রমী হওয়া। দক্ষ জনগন ও উদার ও সহনশীল সামাজিকতা যেদিন থেকে সৃষ্টি হবে সে দিন থেকে বাংলাদেশকে আর পেছনে তাকাতে হবে না। সামনে যেতে না চাইলে ও যোর করে যেতে হবে সেইদিন। এছাড়া যেমন করে হোন পৃথিবীর সেরা শিল্প নিয়ে আসুন না কেন কিছু করতে পারবেন না। কিছু করতে পারবো না আমরা। ১৪ বছর আগে চোখের সামনে দেখেছি, এক জন সাধারণ থাই যে পরিমান সৎ ও পরিশ্রমী সেদিন ভেবেছিলাম এই জাতি একদিন উঠে দাড়াবে। আজ দেখছি থাইল্যান্ড কি ভাবে সামনের দিকে দৌড়াচ্ছে। থাইল্যান্ডে ও একটি ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জাতি বাস করে। কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় উদ্বাদনা দেখিনি কোনদিন। পাশাপাশি পাকিস্তানকে দেখুন, আমাদেরকে শোষন করেছে, তাদের জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক কম ছিল, তবুও কেন তারা এত পেছনে। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশের চেয়ে ও পেছনে। ধর্মীয় উদ্বাদনা দেখাতে গিয়ে কিছু বোমা বানিয়েছে সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে। বেলা শেষে হিসাব করে দেখুন, ফলাফল শূন্য। পাকিস্তান ভারতের সমস্যা কি রাষ্ট্রীয় মনে করেন? মোটেও না। এটা এখনো ধর্মীয় সমস্যা। কোন দিন সমস্যা সমাধান হবে না এটা। মাঝে মাঝে একটু শিতিল হবে মাত্র। আমি যতটুকু কাছে থেকে ভারতের হিন্দু ও মুসলিমদেরকে দেখেছি শুধু সেটাই বলছি। জন্ম থেকেই একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম শিশুকে বোধহয় এই ভাবে শিক্ষা দেয়া হয় একজন অন্যের প্রতিপক্ষ। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। তবে এই দেখাটা দুই একমাস দেখে আন্দাজ করে বলতে পারবেন না। থাকতে হবে কিছুদিন, তারপর দেখবেন ও বুঝবেন। এমন ও মুসলিম দেখেছি কোটি কোটি টাকার মালিক, কিন্তু তার বাড়ীতে কিছুই নাই। এমন কি ভালো একটা বসার পরিবেশ পর্যন্ত নাই। ভারতে ব্যবসা বানিজ্য করে যাহা আয় করে তা বিনিয়োগ করেন পাকিস্তানে, মানে তারা মনে মনে তৈরী থাকে কিছু হলে এক দৌড়ে পাকিস্তান চলে যাবে। ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটু সহনশীলতা থাকলে এই টাকা ভারতে বিনিয়োগ হতো হয়তো। বাংলাদেশেও যদি এমন হয় তাতে অবাধ হবার কিছু নাই। বৃহত্তর ভারতের জন্য হয়তো এটা কোন ব্যাপার না, কিন্তু বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র মাঠের দেশের জন্য বিরাট এক অর্থক্ষতির ব্যাপার। বিদেশে বসবাস রত হাজার হাজার লোক দেশে বিনিয়োগ করে না কারণ রাজনৈতিক নৈরাজ্য। স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করায় লাওস কম্বোডিয়াতে দেখেছি শত শত থাই বিনিয়োগকারীকে জটলা পাকাতে সাথে সাথে বিদেশী বিনিয়োগ কারীও। কারণ স্বল্প দামের মজুরী। সবকিছুর মূলে একটাই কারণ স্থিতিশীল পরিবেশ।

আজ থেকে ১২/১৩ বছর আগে আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতো কোন দেশে বাস করতে ভালোবাসো। আমি এককথায় বলতাম সিংগাপুর। তাদের রাষ্ট্রীয় আইন এতবেশী শক্ত যা সাধারণ মানুষকে জন্মগত ভাবে নীতিবান হতে বাধ্য করে। বাংলাদেশের মতো ইন্দোনেশিয়াতেও সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের মারাত্মক নির্যাতন করে। ঘরথেকে ধরে নিয়েগিয়ে সংখ্যালঘু মেয়েদের ধর্ষন করে। এটা খুব বেশী সাধারণ ইন্দোনেশিয়ার জন্য। কেউ না দেখলে বা ঐ পরিবেশের সাথে কিছুদিন না মিশলে উপর থেকে দেখবেন অনেক রংচং। এত বিশাল জনগোষ্ঠি ও তার পাশা পাশি বেশ কটি শিল্পোন্নত দেশ থাকতেও এমন কেন ইন্দোনেশিয়া? কারন একটাই উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনায় বিভোর সেই জাতি। তাই কেউ জেনে শুনে চাইবে কি বিনিয়োগ করতে? বৌদ্ধ প্রধান দক্ষিন কোরিয়া ও তাইওয়ানকে ও দেখেছি ধর্মকে শুধু মাত্র ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহার করতে। তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে যখন বের হয় তখন শুধু মাত্র একজন মানুষ হিসেবে বের হতে দেখেছি, আমি ও ভিনদেশী বৌদ্ধ বলে আমাকে ব্যবসায়িক কোন ছাড় দিতে দেখিনি। কোন ভাতৃত্ব প্রেম পাইনি কারো কাছে।

শেষ কথা, ধর্মীয় উন্মাদনার দেশ বাংলাদেশে কোনকিছু কোনদিন হবে না। যেদিন বাঙ্গালী একটি জাতীর নাম নিয়ে দাড়াবে, ধর্মটা বাড়িতে রেখে সে দিন বাংলাদেশ উন্নতির জোয়ারের ঢেউ অনুভব করবে কোন সন্দেহ ছাড়া। কেউ যদি বলেন ধর্মকি করলো? ধর্ম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, আর্থিক, শিল্প, সংস্কৃতি, সাধারণ জীবন যাপন সহ প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে, সাধারণ মানুষের দাম নাই, দাম মাত্র ধর্মের। তবে ধর্ম ছাড়াও, নীতিগত ভাবে যেদেশের মানুষ সং নয় সে দেশে কিছু হয় না। উন্নত দেশ হবার মূল চাবিকাঠি হবে, সং শিক্ষা, সহনশীলতা, দক্ষ আইন, মেধাবী ও শিক্ষিত রাষ্ট্র নায়ক। এই নুন্যতম কয়েকটি বিষয় কোনদেশে বিদ্যমান থাকলেই সেই জাতি শূন্য থেকেও এগিয়ে যেতে পারে।

প্রবাসী কর্মব্যস্ততায় যেটুকু সময় পাই তাতেই একটু বাংলা লেখার চেষ্টাচালাই। লেখায় এক একজনের একেকটা বিষয়ে দৃষ্টি থাকে, আমি ও আমার দৃষ্টিকোন থেকে লিখেছি। আমার এই খিচুড়িটার কেউ মন্তব্য জানালে খুশি হবো।

সবাইকে ধন্যবাদ

digonto_b@hotmail.com